দৈনিক ইনকিলাব

15

তারিখ ... SEP. 0 9 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম [illegible]

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে স্বার্থান্বেষী মহলের অপতৎপরতা ঃ অস্ত্রের মহড়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ স্কুল পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে স্বার্থান্বেষী মহলের অপতৎপরতা সৃষ্টি হয়েছে। এ মহলটি পরিচালনা পরিষদে নিজেদেরকে জয়ী করার জন্য অস্ত্রের মুখে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও অফিস সহকারীকে জিম্মি করে টাকা না দিয়েই দাতা সদস্য হওয়ার রসিদ কেটে নিয়েছে। এসবের প্রতিবাদ করায় এখন প্রধান শিক্ষিকাকে অপসারণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

জানা গেছে, আগামী ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সালে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের পরিচালনা পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচনে দাতা সদস্য হিসেবে অংশ নিতে টাকা জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিল ৮ আগস্ট। কিন্তু ১২ তারিখে বর্তমান পরিচালক পরিষদের সদস্য আলী হোসেন ও ডাঃ রফিকুজ্জামান কয়েকজন সন্ত্রাসীসহ স্কুলে এসে জোরপূর্বক ৪৩টি রসিদ কেটে টাকা না দিয়ে অফিস সহকারী ও প্রধান শিক্ষিকা সাবেরা বেগমের স্বাক্ষর নিয়ে নেয়। এ ঘটনার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা রমনা থানায় জিডি করাসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছেন। জানা যায়, এর আগে গত ২৫ জুন রাতে কলেজে এক রহস্যজনক ডাকাতি সংঘটিত হয়। এ ঘটনার ব্যাপারে এবং আবারো ডাকাতি হতে পারে, এমন আশংকা করেও রমনা থানায় জানানো হয়েছে।

বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা গত জুলাই '৯৭ সালে এ স্কুলে যোগ দেন। তিনি যোগ দেয়ার পর স্কুলের সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়। তিনি যোগ দেয়ার সময় স্কুল তহবিলে ছিল ৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা, তা এখন ১৩ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। আগে স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষিকাসহ শিক্ষকস্বল্পতা ছিল। তিনি সেখানে ৫ জন শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও একজন অফিস সহকারী নিয়োগ দেন। স্কুলের জমির ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা যেখানে বন্ধ ছিল তা আবার নতুন করে চালু করা হয়েছে। স্কুলে শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং ব্যবসা বন্ধ করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করাসহ নিয়ম-শৃঙ্খলা আনয়ন করা হয়েছে। জানা গেছে, এ অবস্থায় তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন। অভিভাবকরা তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকলেও গুটিকয়েক দাতা সদস্য তাঁর উপর বিরাগভাজন হন। এরা আগামীতে আবার পরিচালনা পরিষদে জয়ী হবার জন্য অবৈধ প্রভাব খাটাতে থাকে। স্কুল চলাকালে তারা সশস্ত্র যুবকদের নিয়ে প্রবেশ করায় ছাত্রীদের ও স্কুলের অন্যদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তারা অফিস সহকারীর কাছ থেকে চাঁদার রসিদ নিয়ে তাতে ৪৩টি রসিদ কেটে তার স্বাক্ষর নেয় ও পরে এসে প্রধান শিক্ষিকার স্বাক্ষর নিয়ে ৪৩টি রসিদের প্রতিটি সদস্যের ৫০০ টাকা করে ২২ হাজার ৫০০ টাকা না দিয়েই চলে যান। জানা গেছে, এ সন্ত্রাসী কাজে পরিচালনা পরিষদের সদস্য আলী হোসেন ও ডাঃ রফিকুজ্জামান নেতৃত্ব দেন। তারা নিজেদের সরকারী দলের বলেও স্কুলে হুমকি দিয়ে যান। এ অবস্থায় স্কুলে আবারও যে কোন ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে বলে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আশংকা প্রকাশ করেছেন।